" স্যার, এমন **একটা বই** দেন যাতে

সব **English** শেখা হয়ে যায় !! "

এটার উত্তর !

আমরা কিন্তু **একটা বই** পড়ে বা **একটা কোর্স** করে

তিন মাসে মাতৃভাষা বাংলা শিখি নাই।

মাতৃভাষা বাংলা শিখতেই লেগেছে

আমাদের ১০/১২ বৎসর।

আমাদের যার যার পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশে

বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী,

চাচা-মামা, খালা-খালু,

ফুফাতো-মামাতো-খালাতো ভাই-বোনদের সাথে

আধো আধো কথা বলা শুরু করে

দিন-রাত বাংলায় কথা বলতে বলতে

বাংলায় ভালো দক্ষতা আসতে আমাদের লেগে যায়

জীবনের ১০ / ১২ বৎসর।

অথচ **ইংরেজি শেখার** ক্ষেত্রে আমরা বলি,

'স্যার, এমন **একটা বই** দেন, এমন **একটা কোর্স** দেন

যাতে একটা দিয়ে সব হয়ে যায়।'

আসলে এটা অবাস্তব আবদার।

একটা **ঔষধ** দিয়ে যেমন সব রোগ সারে না,

তেমনি, মাত্র একটা **বই** দিয়ে বা একটা **কোর্স** করে

সব English শেখা যাবে না।

কেউ যদি মাত্র একটা ঔষধ খেয়ে সব রোগ সারাতে চায়,

তাহলে তাকে হাতুড়ে ডাক্তারের ঔষধ খেয়ে

পটল তুলতে হবে।

আর এ কারণেই **ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্য**

সাইফুর'স-এর **বিভিন্ন** বই।

রুল থেকে মুক্তি

যেই **পদ্ধতিতে** শেখানো হয় **রুল**,

সেই **পদ্ধতি** আসলে **ভুল !!**

গ্রামারের

শত শত রুল শিখে যে **English** শেখা যায় না,

এটার জলজ্যান্ত প্রমাণ হলো

১৬ কোটি বাঙালি !

স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি জীবনে আমরা কিন্তু

প্রচুর রুল ও **structure** মুখস্থ করি ;

এর দ্বারা গ্রামার শেখা হয়,

কিন্তু **English** শেখা হয় না।

সৃষ্টিকর্তা তথা **আল্লাহ্ তাআলা**

কিন্তু **গ্রামার** দিয়ে ভাষা শেখার নিয়ম সৃষ্টি করেননি।

গ্রামার দিয়ে ভাষা শেখার ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে গ্রামারিয়ানরা ;

ফলে, ভাষা শেখাটা হয়ে গিয়েছে কঠিন !!

গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে :

কোনো **নতুন জিনিস শিখতে**

সেটাকে কমপক্ষে আট বার **Repeat** করতে হয় ;

আর কোনো কিছুকে **অভ্যাসে পরিণত** করতে হলে

সেটাকে কমপক্ষে ২৮ দিন **Repeat** করতে হবে।

তার মানে, একটা জিনিসকে **অভ্যাসে পরিণত** করতে হলে

২৮ দিনে হাজার হাজার বার ঐ কাজটি করতে হবে !

ভাষা হলো আসলে একটা অভ্যাসের ব্যাপার।

এই বইয়ের **একই ধরনের** বাক্যগুলো বার বার পড়লে

ঐ বাক্যের **structure** বা **রুল** আপনা-আপনি

মনে-মগজে-মস্তিষ্কে-স্নায়ুতে গেঁথে যাবে,

যেভাবে কিনা বাংলা ভাষা

আমার-তোমার মন মগজের গভীরে গেঁথে গিয়েছে

ছোটকাল থেকে বার বার বলার দ্বারা।

আমরা কিন্তু কখনোই বলি না

“আমি ভাত খাও’

অথচ বাংলা ভাষা শেখার সময়

আমরা কিন্তু কোনো বাংলা **tense** শিখি নাই !!

একজন নিরক্ষর **কৃষক** ভাই কিন্তু

কখনোই **'আমি ভাত খাও'** এর মত ভুল বাংলা বলেন না।

ব্যাকরণ না জেনেই

তিনি **সঠিক** বাংলাতেই কথা বলেন।

English-এর **foundation** মজবুত হলে

① **Vocabulary** মনে রাখা সহজ হবে।

② **JSC, HSC,** ভার্সিটি ভর্তি**, SSC,**
BBA, MBA, ব্যাংক জব, **BCS, IELTS**
প্রভৃতি যেকোনো **English** আয়ত্ব করা সহজ হবে।

③ **English** বানিয়ে লেখার দক্ষতা তৈরি হবে।

কচু পাতার উপর থেকে যেমন পানি

ভেসে চলে যায়,

তেমনিভাবে **Vocabulary** আমাদের **মগজ** থেকে

ভেসে চলে যায়

English-এর **foundation** দুর্বল হওয়াতে !!

“ স্যার, PSC / JSC / SSC /

ভার্সিটি ভর্তি / HSC / ব্যাংক JOB / BCS-এর

English প্রশ্ন কমন আসবে নাকি

এই বই থেকে **? ”**

এই উত্তরটি মন দিয়ে পড়ুন

এই বইয়ের লেসনগুলো হলো

ইংরেজির Foundation !

একটি বিল্ডিংয়ের যেমন **foundation** থাকে,

তেমনি **এই বই** হল ইংরেজির **foundation** ।

একটি বিশতলা বিল্ডিংয়ের **১৯ তলায়** একজন থাকেন,

আরেক জন থাকেন **১১** তলায়,

আরেক জন থাকেন **৬ষ্ঠ** তলায়।

এই তিনজনেরই **foundation** কিন্তু একই।

এমন না যে, তিনজন তিনটি

ভিন্ন ভিন্ন তলায় থাকেন বলে

তিনজনের **foundation** তিন রকম।

ঠিক একইভাবে,

তুমি হয়তো **ব্যাংক** পরীক্ষা দিবে,

তোমার ছোট ভাই **HSC** পরীক্ষা দিবে এবং

বোন **ক্লাস থ্রীতে** পড়ে।

তোমাদের তিনজনেরই

ইংরেজি foundation তৈরির জন্য

এই **বই**টাই পড়তে হবে।

গ্রামারের foundation তৈরির জন্য

ব্যতিক্রমী বই হলো

S@ifur's পাস্‌পোর্‌ট্‌ to গ্রামার !